শিক্ষক নেতা আজিজীর হয়রানির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

শিক্ষক নেতা দেলোয়ার হোসেন আজিজীর হয়রানি বন্ধ ও তার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির নোটিশ প্রত্যাহারের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট জেলা শাখা।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলার বিভিন্ন উপজেলা শিক্ষকরা অংশ নেয়। এতে সংগঠটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব প্রকোশলী আবুল বাশার, জেলা শাখার আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান, সদস্য সচিব ইমরান হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, বাংলাদেশ বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষক কর্মচারী ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজীর হয়রানি বন্ধ ও তার বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কমিটির নোটিশ প্রত্যাহারের দাবী জানান।

ঝিনাইদহে জেলা জামায়াতের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

বিসিআইসি সারের ডিলার নিয়োগে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি দলীয়করণ সর্বত্র দুর্নীতি, চাঁদাবাজি-দখলবাজি, তেল গ্যাস ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সার সংকটের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ পায়রা চত্বর মোড়ে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামের আয়জনে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

অভিযোগও উত্থাপন করা হয়। এসব অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে সত্যতা যাচাই এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান বক্তারা।

একই সঙ্গে হানিফসহ সাতজনের নিয়োগ বাতিল করে স্বচ্ছতা, যোগ্যতা ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জানান তাঁরা। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে বসে অবৈধ অর্থের ভাগাভাগি করেণ বলেও দাবি করেণ বক্তারা। এই ঘুষখোর পক্ষপাতকারী জেলা প্রশাসকের প্রত্যাহার চান তারা।

সমাবেশ থেকে আগামী ৩১ মার্চে ১১ দলের লংমার্চ কর্মসূচি সফল করতে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান নেতারা ।

মেহেরপুরে বারাদিতে ২০০ শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক-এলাকাবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদিতে রাস্তার পাশে যত্রতত্র ময়লা- আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী। ‘ময়লার ভাগাড় নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা চাই’-এই দাবিতে সোমবার (৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বারাদি বাজার কমিটির সভাপতি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের দুই পাশে ও গাছের গোড়ায় দীর্ঘদিন ধরে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এতে

দুর্গন্ধ ও বায়ুদূষণের পাশাপাশি সড়কের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ময়লার কারণে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে রোপণ করা গাছপালাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিদিন শিক্ষার্থীসহ পথচারীদের এই নোংরা পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সড়কের পাশে ময়লা ফেলার কারণে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিষয়টি সমাধানে প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে এভাবে ময়লা-আবর্জনা ফেলা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

বিশেষ অতিথি বারাদি বাজার কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সিরাজুস সালেকিন বলেন, সড়কের পাশে ময়লা ফেলার প্রবণতা বন্ধ করতে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকেও সচেতন হতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যাটি আরও বাড়ছে। মানববন্ধন থেকে বক্তারা সড়কের দুই পাশ ও গাছের গোড়া থেকে দ্রুত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থা এবং নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালুর দাবি জানান।

মানববন্ধনের সমাপনী বক্তব্য দেন মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন। তিনি জনস্বার্থে দ্রুত এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

ছাত্র আজমুল হত্যার বিচারের

দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন

খুলনার নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও চুয়াডাঙ্গার সন্তান আজমুল হোসেন হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থী ও নিহতের পরিবারের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা আজমুল হত্যার বিচার চেয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

মানববন্ধনে নিহতের বাবা কুতুবউদ্দিন ও মা আসমা খাতুন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলাম। কিন্তু ভাত চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাদের ছেলেকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই হত্যাকাণ্ডকে আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনার চার দিন পার হয়ে গেলেও এখনো আসামিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমরা জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।”

সমাবেশে স্বজন ও স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে আসামিদের গ্রেপ্তার ও দৃশ্যমান আইনি পদক্ষেপ নেওয়া না হলে সাধারণ শিক্ষার্থী ও পরিবারের পক্ষ থেকে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ, শিক্ষক আবু দেলোয়ার মুন্না, পরিবেশ সংগঠক আহসান হাবিব শিবলু এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলামসহ আরও অনেকে।

নাগরিক সমাজের ব্যানারে জামায়াতের বিক্ষোভ কর্মসূচি

মেহেরপুরে সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সার ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা। মানববন্ধনে সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষে বক্তব্য দেন নুরু রহমান, তাওফিকুল ইসলাম ও আবুল হোসেন।

নুরু রহমান বলেন, মেহেরপুরে সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম করে প্রাথমিক বাছাই করা হয়েছে। নতুন করে যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত যোগ্যদের নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। এতে সাধারণ নাগরিক ও কৃষকরা সুবিধা পাবেন এবং সার বিতরণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে হবে।

সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের দাবি, আবেদনকারীদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে সার ডিলার হওয়ার যোগ্য এবং রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে সার বিক্রির সক্ষমতা রাখেন, দল-মত নির্বিশেষে জনস্বার্থে তাদের বাছাই করে ডিলার নিয়োগ দিতে হবে।

তাওফিকুল ইসলাম বলেন, কতিপয় সরকারি দলের লোকের যোগসাজশে যোগ্য প্রার্থীদের বাতিল করে দলীয় একপেশে লোকদের নিয়োগ দেওয়ার যে পাঁয়তারা চলছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সার ডিলার নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি। নিয়োগ প্রক্রিয়া যখন গোপনে ও রাতের আঁধারে করা হয়, তখন মানুষের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায় এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না। রাতের আঁধারে ঘরে বসে স্বৈরাচারী কায়দায় সার ডিলার নিয়োগ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে।

পরে জেলা প্রশাসক বরাবর ছয় দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বাছাই কমিটিতে আবেদনকারী সার ডিলারদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, যোগ্যতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করা, অযোগ্য আবেদনকারীদের বাতিলের কারণ

প্রকাশ করা এবং যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার বেশি হলে প্রকাশ্যে লটারির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করা।

এ ছাড়া স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত না হলে সম্ভাব্য অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করা এবং কোনো রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে বিশেষ সুবিধা না দেওয়ার দাবিও জানানো হয়।

মেহেরপুরে তিন ফসলি জমিতে বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপন বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামে তিন ফসলি কৃষিজমিতে বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

রোববার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে চাঁদবিল গ্রামবাসীর উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজেদ আলী ও শরিফুল ইসলাম বকুল।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা প্রধান সড়কের পাশে চাঁদবিল গ্রামের মৌজা নং-৯১ এলাকায় সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা চলছে। এলাকাটি কৃষিনির্ভর হওয়ায় এসব জমি অধিগ্রহণ করা হলে স্থানীয় কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে।

গ্রামবাসীর দাবি, চাঁদবিলের ৭১ নম্বর মৌজায় বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ইতোমধ্যে প্রধান সড়কের পাশে ইম্প্যাক্ট হাসপাতাল, ব্র্যাক সিড অফিস, ফিলিং স্টেশন, ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানি, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় কৃষিজমির পরিমাণ অনেক কমে গেছে। অবশিষ্ট তিন ও চার ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা হলে কৃষকদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়বে।

মানববন্ধনে চাঁদবিল গ্রামবাসীর পক্ষে জেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার বলেন, “আমাদের গ্রামে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের বসবাস। গ্রামের একমাত্র মাঠটি ‘মেহেরপুর মাঠ’ নামে পরিচিত। সেখানে কৃষকদের পাঁচ থেকে ১০ কাঠা করে সামান্য জমি রয়েছে। এসব জমি অধিগ্রহণ করে বিজিবি ব্যাটালিয়ন নির্মাণের কথা আমরা জানতে পেরেছি। ক্যাম্প হলে কৃষকেরা ওই জমিতে আর চাষাবাদ করতে পারবেন না। তাই আমরা জমি অধিগ্রহণ বন্ধের দাবি জানাচ্ছি।”

জেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজেদ আলী বলেন, “চাঁদবিলের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ এসব জমিতে চাষাবাদ করে জীবন-জীবিকা ও সংসার পরিচালনা করেন। সামান্য এই জমির ওপরও যদি সরকারি হস্তক্ষেপ হয়, তাহলে পুরো এলাকার মানুষ অসহায় হয়ে পড়বে। কৃষকদের বাঁচাতে আমরা মানববন্ধন করছি। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপিও দিয়েছি।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। তিন ও চার ফসলি জমিতে সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা না করার দাবি রয়েছে। দেশ ও কৃষককে বাঁচাতে কৃষিজমি রক্ষা করতে হবে।”

শরিফুল ইসলাম বলেন, “আমাদের গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। গ্রামের সামান্য পরিমাণ জমির মধ্যেই ইতোমধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। ফলে দিন দিন কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অবশিষ্ট জমিতে চাষাবাদ করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। কৃষকদের পাশাপাশি কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।”

তিনি বলেন, “আমরা কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করছি না। তবে কৃষকের শেষ সম্বল তিন ফসলি জমি নষ্ট করে কোনো স্থাপনা চাই না। কৃষিজমি রক্ষা করে বিকল্প জায়গায় বিজিবি বাটালিয়ন বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবি জানাচ্ছি।”

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, কৃষিকাজের জন্য অবশিষ্ট সামান্য জমিটুকুও অধিগ্রহণ করা হলে এলাকার কৃষিনির্ভর মানুষ জীবিকা হারাবেন। তাই প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল করে তিন

ফসলি কৃষিজমি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপির অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এবং চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন সজিব আলী, আশরাফ আলী, আবুল কালাম, জাকের আলী, মতিউর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

ঝিনাইদহে মাদক প্রতিরোধ ও মাদক বিরোধী মানববন্ধন

মাদক প্রতিরোধ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে মাদকবিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে জেলা সিটিজেন ফোরাম ও মাদক প্রতিরোধ আন্দোলন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠন দুটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে সিটিজেন ফোরামের সমন্বয়ক ফজলুর রহমান খুররমের সভাপতিত্বে মাদক প্রতিরোধ আন্দোলন কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান বাবুল, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. সামছুল ইসলাম, সিটিজেন ফোরামের সদস্য আব্দুস সালাম, শাহানুর আলম, লাকি খাতুন, মনিরুজ্জামান মানিক, আসাদুজ্জামান আসাদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচীতে বক্তারা, যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে মাদক বিক্রেতা ও সেবনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সেই সাথে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নির্ভর না করে পরিবার, সমাজ ও সর্বস্তরের জনগণকে

ঝিনাইদহে রেললাইন, মেডিকেল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেললাইন সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ জেলা রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতাকর্মী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির সভাপতি এনএম শাহজালাল, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান পিন্টু, গণঅধিকার পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল এনাম পল্লব, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য ফ্রন্টের সভাপতি তপন কুমার বিশ্বাস, জজ কোর্টের এপিপি এ্যাড. মনিরুল ইসলাম মিল্টন, বাসদের সমন্বয়ক এ্যাড. আসাদুল ইসলাম, ওয়জির আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ আক্তার, সাবেক অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান ডিটু, সাংবাদিক আজিজুর রহমান ছালাম, ইসলামী ছাত্র ফ্রন্টের নেতা আব্দুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঝিনাইদহ শহরে দীর্ঘদিন ধরে রেল যোগাযোগ ও উন্নত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত।

এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে জেলা শহরে রেললাইন সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জানান।

এছাড়া ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ও মাগুরা জেলার পণ্য পরিবহন যোগাযোগের ভোগান্তি কমাতে মাওয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে দ্রুত

দ্বিতীয় পদ্মাসেতু স্থাপনের দাবী তুলে ধরেণ। অবিলম্বে এই ন্যায্য দাবিগুল পূরণ করা না হলে আগামীতে আরও কঠোর ও বৃহত্তর আন্দোলনের হুসিয়ারী দেন বক্তারা।

ঝিনাইদহে হোটেল কর্মচারীদের মানববন্ধন

খাবারের মান নিয়ে অপপ্রচারের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে হোটেল কর্মচারীদের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগষ্ট) দুপুরে সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কের আমতলা বাজারে মগের মুল্লুক হোটেলের কর্মীরা এ মানববন্ধন করে।

সেসময় হোটেলের কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মগের মুল্লুুক হোটেল উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করে আসলেও একটি স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে খাবারের মান নিয়ে অপপ্রচার ও গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ রোকন শেখ স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে এ ধরনের অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানোর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

মেহেরপুরে বিএটিবির আউটসোর্সিং কর্মীদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

ঠিকাদারি ও আউটসোর্সিং প্রথা বিলুপ্ত করে চাকরি স্থায়ীকরণ, শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থানের সুরক্ষার দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতীকী অনশন করেছেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের (বিএটিবি) ফিল্ড টেকনিশিয়ান ও কর্মচারীরা।

অনতিবিলম্বে এসব দাবি মেনে নেওয়া না হলে দেশের সব তামাক অঞ্চলে সব ধরনের কাজ বন্ধ করে দেওয়াসহ কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা প্রধান সড়কের পাসপোর্ট কার্যালয়সংলগ্ন বিএটিবি কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বিএটিবি ফিল্ড টেকনিশিয়ান ও অফিস স্টাফ শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচিতে কুষ্টিয়ার চেচুয়া, আল্লার দরগা, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুরসহ চারটি তামাক অঞ্চলের শতাধিক মাঠকর্মী ও কার্যালয়কর্মী অংশ নেন। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন দাবিসংবলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা তামাকচাষিদের তালিকা প্রণয়ন, চুক্তি সম্পাদন, বীজ ও সার বিতরণ, মাঠপর্যায়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং কোম্পানির প্রযুক্তিগত কার্যক্রম পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছেন। অথচ তাঁদের ন্যূনতম চাকরির নিরাপত্তাও দেওয়া হচ্ছে না।

বক্তারা আরও বলেন, এই শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে সরাসরি স্থায়ী নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সামিউল ইসলাম, হাসিবুর রহমান, নাজমুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দিন ও